উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

SLG + JAL

২০ বৈশাখ ১৪২৮ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 4 May 2021 Tuesday 16 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

নিউজ@9
Find us on
https://www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

সংক্রমণ রুখতে লকডাউনের পরামর্শ

সাতের পাতায়

দিনহাটার কাছে পেটলায় গাড়ির আগুন নেভাচ্ছেন দমকলকর্মীরা। ছবি : পার্থসারথি রায়

মুখ্যমন্ত্রী দিদি শপথ কাল

অধ্যক্ষ বিমানই, প্রোটেম স্পিকার সুব্রত

কলকাতা, ৩ মে : তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। ভোটে জিততে না পারলেও তাঁকেই পরিষদীয় দলের নেত্রী নির্বাচিত করেছেন তৃণমূলের নবনির্বাচিত বিধায়করা। বুধবার রাজভবনে তিনি মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেবেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। বিধানসভার অধ্যক্ষের পদে ফের বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কেই বেছে নিল তৃণমূল। তাঁর নির্বাচনের দিন প্রোটেম স্পিকারের দায়িত্ব অবশ্য পালন করবেন বর্ষীয়ান তৃণমূল বিধায়ক সুব্রত মুখোপাধ্যায়।

পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হওয়ার পরই সোমবার সন্ধ্যায় রাজভবনে যান তৃণমূল নেত্রী। তিনি রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের হাতে বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পদত্যাগপত্র তুলে দেন। সাংবিধানিক নিয়ম মেনে রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের আগে তাঁর পদত্যাগ করারই কথা। পরে টুইটে রাজ্যপাল জানান, মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগপত্র দিয়েছেন এবং তা গৃহীত হয়েছে। তবে পরবর্তী সরকার গঠন পর্যন্ত তাঁকে দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়েছে। রাজ্যপাল টুইটে যে ভিডিওটি শেয়ার করেছেন, তাতে দুজনকে হালকা মেজাজে কথা বলতে দেখা গিয়েছে।

সোমবার বিকালে তপসিয়ায় তৃণমূল ভবনে নির্বাচিত বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক করেন মমতা। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলার বিধায়করা বৈঠকে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন। দূরের জেলার বিধায়করা ভার্চুয়ালি যোগ দেন ওই বৈঠকে। নির্বাচিত ২১৩ জন বিধায়কই হাজির ছিলেন। ঘণ্টাখানেকের বৈঠক শেষে সাংবাদিক বৈঠক করেন তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও প্রবীণ নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায়। পার্থ বলেন, 'দলের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মতো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদীয় নেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী শপথ নেবেন। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় বাকি বিধায়করা শপথ নেবেন। প্রোটেম স্পিকার হবেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়।'

তবে প্রথম দফায় কতজন মন্ত্রী মমতার সঙ্গে শপথ নেবেন বা শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান কোথায় হবে, তা তিনি জানাননি। তিনি শুধু বলেন, 'পরিষদীয় নেত্রীই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।' তৃণমূল সূত্রে খবর, বৈঠকে পরিষদীয় দলের নেত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করেন দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে সমর্থন করেন সুব্রত মুখোপাধ্যায় সহ বাকি বিধায়করা। এরপরই সিদ্ধান্ত হয়, বুধবার শপথ নেবেন মমতা। এরপর সন্ধ্যায় সরকার গঠনের দাবি জানাতে মমতা রাজভবনে যান। রাজভবনে যাওয়ার আগে কালীঘাটে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানিয়ে দেন, করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা সরকারের প্রধান কাজ হবে। বিধায়কদের দায়িত্ব দেওয়া হবে। করোনা মোকাবিলায় সরকার ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কঠিন লড়াইয়ে জয় হাসিল করার পর নবনির্বাচিত বিধায়কদের সাবধানি হওয়ার বার্তা দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। তপসিয়ায় দলীয় দপ্তরে আয়োজিত বৈঠকে বিধায়কদের সতর্ক করে তিনি বলেন, 'বিধায়ক হয়ে গিয়েছি বলে অহংকার করলে চলবে না। জিতেছেন মানে দায়িত্ব বেড়েছে।' করোনা পরিস্থিতিতে বড় বিজয় মিছিল না করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে মমতা বলেন, 'করোনা পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার পর ব্রিগেডে বড় জমায়েত করা হবে। সেখানে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হবে।'

ডিএমকে নেতা স্ট্যালিন, আপ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল, সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদব, পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিং, ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক সহ অনেকে তাঁকে ফোন করেছেন শুভেচ্ছা জানিয়ে। তবে প্রধানমন্ত্রীর ফোন তিনি পাননি। নিজেই সেই খবর জানিয়ে মমতা বলেন, 'হয়তো ব্যস্ত ছিলেন। এই প্রথম দেখলাম, প্রধানমন্ত্রী আমাকে ফোন করলেন না। আমি অবশ্য কিছু মনে করিনি। জাতীয় স্বার্থে এবং রাজ্যের স্বার্থে যেখানে আমাদের একসঙ্গে কাজ করার কথা, সেখানে সহযোগিতা থাকলেই হল।'

ফোন না করলেও মমতা এবং তাঁর দল তৃণমূলকে টুইটারে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তৃণমূলের জয়ে দেশের বিভিন্ন বিজেপি বিরোধী দলের নেতার শুভেচ্ছা বার্তার কথা উল্লেখ করে মমতা বলেন, 'আমাদের জয়ে সারা দেশের মানুষ খুশি হয়েছেন। দেশের সব বিরোধীরা খুশি হয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন।' কালীঘাটে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মমতা বলেন, 'বাম ও কংগ্রেসের বিধানসভায় শূন্য হয়ে যাওয়া আমরা চাইনি। কিন্তু ওরা বড় বেশি বিজেপিকে দেখতে গেল। সেই কারণে ওদের এই অবস্থা হয়েছে। বিজেপি যা আসন পেয়েছে, তার থেকে কিছু আসন ওরা পেলে ভালো হত।'

বাম ও কংগ্রেসের প্রতি তৃণমূল নেত্রীর বার্তা, 'ওদের সঙ্গে আমার রাজনৈতিক সংঘাত থাকতেই পারে। কিন্তু ওদের শূন্য হয়ে যাওয়া আমি চাইনি। বাম নেতা দীপঙ্কর ভট্টাচার্যরা তো শূন্য হয়ে যাননি।'

এরপর বারোর পাতায়

তৃতীয়বার জয়ের জন্য মমতাকে অভিনন্দন সস্ত্রীক রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের। সোমবার সন্ধ্যায় রাজভবনে।

> বাম ও কংগ্রেসের বিধানসভায় শূন্য হয়ে যাওয়া আমরা চাইনি। কিন্তু ওরা বড় বেশি বিজেপিকে দেখতে গেল। সেই কারণে ওদের এই অবস্থা হয়েছে। বিজেপি যা আসন পেয়েছে, তার থেকে কিছু আসন ওরা পেলে ভালো হত।
>
> –মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নন্দীগ্রামে 'মেসেজ' অস্ত্র মমতার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ মে : নির্বাচন মিটলেও বঙ্গ রাজনীতির কেন্দ্র যেন এখনও নন্দীগ্রাম। ভোটের ফল প্রকাশের পরদিন সোমবার কালীঘাটে নিজের বাড়িতে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের দাবি সত্ত্বেও প্রাণভয়ে নন্দীগ্রামে পুনর্গণনার নির্দেশ দেননি সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার। অভিযোগের স্বপক্ষে মমতা তাঁর মোবাইল থেকে একটি মেসেজ দেখান। মেসেজে লেখা আছে, 'বন্দুকের নলের মুখে কাজ করতে হচ্ছে। পুনর্গণনার নির্দেশ দিলে প্রাণে মেরে ফেলা হতে পারে আমাকে।'

মেসেজে যা লেখা

বন্দুকের নলের মুখে কাজ করতে হচ্ছে। পুনর্গণনার নির্দেশ দিলে প্রাণে মেরে ফেলা হতে পারে আমাকে।

মেসেজটি রিটার্নিং অফিসার কাকে পাঠিয়েছেন এবং তিনি কার কাছ থেকে পেয়েছেন, তা অবশ্য মমতা খোলসা করেননি। উত্তরবঙ্গ সংবাদও মেসেজটি যাচাই করে দেখার সুযোগ পায়নি। মেসেজ রবিবার রাতেই তাঁর কাছে পৌঁছেছিল বলে তৃণমূল নেত্রীর দাবি। নন্দীগ্রামে গণনায় কারচুপির অভিযোগ নিয়ে তিনি আদালতে যাবেন বলে সোমবার জানিয়ে দেন মমতা। তৃণমূল নেত্রীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, 'আদালতে উনি যেতেই পারেন। মুশকিল হচ্ছে উনি কিছুতেই বাস্তবের হার মেনে নিতে চান না। সাধারণ মানুষের সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে চান না।'

দিলীপ বলেন, 'ওরাই প্রচার করেছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিতে গিয়েছেন, শুভেন্দু অধিকারী হেরেছেন। গণনা শেষ হয়নি তখনও।

এরপর বারোর পাতায়

বঙ্গে হিংসার বলি ৮

শান্তি রাখতে মমতার আর্জি, রাজভবনে দিলীপ

কলকাতা, ৩ মে : ভোট শেষ হলেও থামল না হিংসা।

রবিবার বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হতে না হতে রাজ্যজুড়ে অশান্তি শুরু হয়ে গিয়েছে। হিংসার শিকার হয়েছেন ৮ জন। এঁদের মধ্যে ৬ জন বিজেপি কর্মী বলে দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ দাবি করেছেন। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, তাঁর দলের ১ জনকে খুন করেছে বিজেপি। নিহত অপর ১ জন আইএসএফ সমর্থক।

উত্তরের শীতলকুচি, সিতাই ছাড়া দক্ষিণবঙ্গে বর্ধমান, রানাঘাট, সোনারপুর, জগদ্দল, বেলেঘাটায় মারা গিয়েছেন দুই দলের কর্মীরা। এই হিংসায়

শপথের দিন দেশে ধরনা বিজেপির

একে অপরের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে রাজনৈতিক দলগুলি। এদিকে, আগামী ৫ মে দেশজুড়ে ধর্না কর্মসূচির ঘোষণা করেছে বিজেপি।

রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর রবিবার রাতেই টুইটারে এজন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সোমবার রাজ্য পুলিশের ডিজিকে ডেকে পাঠিয়ে হিংসা নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট নেন তিনি। রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ১০ দিনের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ১০৫ কোম্পানি আধাসেনা মোতায়েন থাকবে। সোমবার রাতের খবর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এই হিংসার রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে রাজ্য প্রশাসনের কাছে।

তৃণমূল নেত্রী সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানান। তিনি বলেন, 'বাংলা শান্তিপ্রিয় জায়গা। নির্বাচন হয়েছে, তাতে হারজিত থাকে। আবহাওয়া কখনও ঠান্ডা-গরম হয়েছে। বিজেপি, কেন্দ্রীয় বাহিনী অনেক অত্যাচার করেছে। তা সত্ত্বেও আমি সবাইকে বলব শান্ত থাকতে। কেউ যেন হিংসাত্মক কার্যকলাপে না জড়ায়। এখন আমাদের প্রথম কাজ কোভিড মোকাবিলা করা। কোনও অভিযোগ থাকলে পুলিশকে জানান।'

যদিও মুখ্যমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন, 'যতক্ষণ না শপথ নিচ্ছি, ততক্ষণ আইনশৃঙ্খলা আমার হাতে নেই।'

এরপর বারোর পাতায়

শীতলকুচি-সিতাইয়ে সংঘর্ষে নিহত ২

কোচবিহার ব্যুরো

৩ মে : কোচবিহারে অশান্তি অব্যাহত। রবিবার বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকেই জেলা ফের উত্তপ্ত হতে শুরু করে। রাতে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে অশান্তির পর সোমবার সকালেও জেলার আবহাওয়া রীতিমতো উত্তপ্ত ছিল। এদিন সকালে শীতলকুচি ও সিতাইয়ে তৃণমূল কংগ্রেস-বিজেপি সংঘর্ষে দুজনের মৃত্যু হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম মানিক মৈত্র (২০) এবং হারাধন রায় (৩০)। হারাধনবাবু বিজেপির সমর্থক হলেও মানিকবাবুকে দুই শিবিরই নিজেদের বলে দাবি করেছে। দোকানপাট, বাড়িঘর, পার্টি অফিস ভাঙচুরের অভেযাগ উঠেছে। ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে জেলায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

বিজেপি এদিন জেলা শাসকের দপ্তরে উপস্থিত হয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়। বিজেপির নাটাবাড়ির জয়ী প্রার্থী মিহির গোস্বামী, কোচবিহার দক্ষিণের জয়ী প্রার্থী নিখিলরঞ্জন দে সহ অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিজেপির কোচবিহারের আহ্বায়ক অভিজিৎ বর্মন বলেন, 'তৃণমূলের হার্মাদরা জেলাজুড়ে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। তাই জেলা শাসকের কাছে বিষয়টি জানাতে এসেছি। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনকে জানানো হলেও তারা এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপই করতে পারেনি। কোনও ব্যবস্থা না নেওয়া হলে মঙ্গলবার আমরা আন্দোলনে নামব।' তৃণমূলের জেলা সভাপতি পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'অভিযোগ ভিত্তিহীন। কর্মীদের সংযত থাকতে আমরা জেলার সমস্ত স্তরের কর্মীদের বলেছি। আমাদের কর্মীরা কোথাও কোথাও আক্রান্ত হচ্ছেন বলে শোনা যাচ্ছে। ওরা নিজেদের কর্মীদের সংযত রাখুক। কোথাও কিছু হলে পুলিশ ও প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে।'

সোমবার সকাল থেকে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে দফায় দফায় খলিসামারি, ভাঐরথানা, শীতলকুচি, নওতাবাস, নলগ্রাম, বড়কৈমারি প্রভৃতি এলাকায় শতাধিক বাড়িতে ভাঙচুর ও লুটপাট চালানোর অভিযোগ ওঠে। ভাঙচুর চলাকালীন ছোট শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নওতাবাস বুথে পেশায় রাজমিস্ত্রি মানিক মৈত্র গুলিবিদ্ধ হন। দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মাত্র দু'বছর আগে বিয়ে করা মানিকের কয়েক মাসের এক সন্তান রয়েছে। অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এদিন লাঠি ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে নওতাবাস বুথে বিজেপি সমর্থকদের বাড়ি ভাঙচুর করে আসবাপত্র, গোরু, ছাগল তুলে নিয়ে যায়। জরিমানা ও খুনের হুমকি দেওয়া হয়। শীতলকুচিতে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন পর্ষদের একটি গাড়িতে আগুন লাগানোর অভিযোগ ওঠে। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

বিজেপির শীতলকুচি ১৮ নম্বর মণ্ডল সভাপতি পবিত্র বর্মন বলেন, 'তৃণমূলিরা বিজেপি সমর্থকদের বাড়িঘর ভাঙচুরের পাশাপাশি লুটপাট চালিয়েছে। মানিক মৈত্র আমাদের কর্মী ছিলেন। গুলি করে তাঁকে খুন করা হয়েছে। এছাড়াও মিন্টু বর্মন, অখিল বর্মন, মিঠুন বর্মন গুরুতর জখম হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট বুথের তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য সুজিতচন্দ্র বর্মন বলেন, 'মানিক মৈত্র আমাদের দলেরই সমর্থক ছিলেন। কে তাঁকে গুলি করল বুঝতে পারছি না।' মৃতের মা আলপনা মৈত্র বলেন, 'মানিক কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল না।

এরপর বারোর পাতায়

উত্তপ্ত উত্তর

- শীতলকুচি ও সিতাইয়ে তৃণমূল কংগ্রেস-বিজেপি সংঘর্ষে দুজনের মৃত্যু
- দোকানপাট, বাড়িঘর, পার্টি অফিস ভাঙচুরের অভিযাগ
- তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে উত্তপ্ত পেটলা বাজারের জামাদারবস এলাকা
- বোমা, গুলি চলার পাশাপাশি গাড়ি সহ একাধিক বাইকে আগুন
- মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় উত্তেজনা
- তুফানগঞ্জ-২ ব্লকজুড়ে বিজেপি কর্মীদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও মারধর

করোনা সংক্রামিত বরুণ চক্রবর্তী।

করোনার জের কেকেআর ম্যাচে

এই প্রথম করোনার জন্য ম্যাচ বাতিল হয়ে গেল আইপিএলে। অতিমারির মধ্যে ম্যাচ কেন, এই নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। বোর্ডকর্তারা টুর্নামেন্ট বাতিল করতে নারাজ। এর মধ্যেই কেকেআরের বরুণ চক্রবর্তী ও সন্দীপ ওয়ারিয়ার করোনা সংক্রামিত হওয়ায় সোমবারের ম্যাচ বাতিল হয়ে গেল। ধোনির টিমেও করোনা সংক্রামিত বোলিং কোচ লক্ষ্মীপতি বালাজি ও সিইও কাশী বিশ্বনাথন।

তৃণমূলের সঙ্গেই ফের হাত মেলাচ্ছেন বিনয়-অনীত

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩ মে : ভোটের আগে কিছুটা দূরত্ব বাড়লেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সন্ধির পথে হাঁটছে বিনয় তামাং-অনীত থাপার নেতৃত্বাধীন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। তবে, বিমল গুরুংয়ের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনীত। তিনি বলেন, 'আমরা আগেই বলেছিলাম বিমলকে পাহাড়ে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত ভুল। পাহাড়ের মানুষ আর বিমলকে চাইছে না। বাস্তবে দেখাও গেল তাই। পাহাড়ের মানুষ বিমলকে ছুড়ে ফেলেছে। এবার তাঁর বিরুদ্ধে তৃণমূল নেত্রী কী ব্যবস্থা নেন সেটাই দেখার। আমরা রাজ্য সরকারের সঙ্গেই রয়েছি।' অন্যদিকে, স্থানীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে বিমল গুরুংকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করে এখন মুখ পুড়ছে পার্বত্য তৃণমূল কংগ্রেসের। বলা ভালো, রাজ্যসভার সাংসদ শান্তা ছেত্রী এবং দলের পার্বত্য শাখার সভাপতি এলবি রাইয়ের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে।

তৃণমূল কংগ্রেসকে পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্স মিলিয়ে ১৭-১৮টি আসনে জয় পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গত বছরের অক্টোবর মাসে রাজ্য সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন বিমল গুরুং। দেশদ্রোহিতা, খুন সহ শতাধিক মামলায় অভিযুক্ত বিমলকে শুধু ভোটে জেতার আশায় রাজ্যে ফেরায় শাসকদলও। রাজ্যে তৃণমূল সরকারের সঙ্গে আগে থেকেই থাকা বিনয় তামাংরা এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে দরবার করেছিলেন।

কিন্তু তৃণমূল নেতৃত্ব তাতে কান না দিয়ে বিমলকে পাহাড়ে ফিরিয়েছিলেন। পাশাপাশি তরাইয়ের মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি আসন এবং ডুয়ার্সের একাধিক আসনেও বিমলের মতকে গুরুত্ব দিয়ে প্রার্থী বাছাই করা,

এরপর বারোর পাতায়

করোনা পরিস্থিতি ক্রমশই আতঙ্ক ছড়াচ্ছে দিন-দিন। দিশেহারা মানুষ ভাবছেন, কোথায় গেলে পাওয়া যাবে একটু সুপরামর্শ। কোথায় গেলে মিলবে একটু সাহায্য, একটু তথ্য।

চেনা মানুষদেরও এই অতিমারিতে মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ অচেনা।
এই সময়ে দাঁড়িয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদ পুরো উত্তরবঙ্গবাসীকে বলতে চায়- আপনি একা নন, আমরা আছি আপনার পাশে, আপনার সঙ্গে। সবসময়।

লোকবল হোক বা অর্থবল, আমাদের ক্ষমতা সীমিত। কিন্তু এই বিপদের সময় উত্তরবঙ্গের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছেটা রয়েছে প্রবল। আমরা তাই সীমিত ক্ষমতা নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদ হেল্পলাইন তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

অগণিত পাঠকের মনে আজ প্রশ্নের পর প্রশ্ন। করোনার চিহ্ন দেখা দিলে কোথায় পরীক্ষা করাব? করোনা ধরা পড়লেই বা আগে কী করা উচিত, কোথায় পাব অক্সিজেন, কোথায় পাব চিকিৎসক? বাড়িতে থাকব, না হাসপাতালে যাওয়া উচিত? হাসপাতালে গেলে কোথায় কীভাবে যাব, হাসপাতালে তো জায়গাই নেই? বাড়িতে সবাই করোনা সংক্রামিত। খাবার-রসদ কোথায় পাব তাহলে?

এসব প্রশ্নের উত্তর না পেলে একবার জানান আমাদের হেল্পলাইন নম্বরে। আমরা সব সমাধান করে দিতে পারব, সেই প্রতিশ্রুতি দিতে চাই না। কিন্তু আপনাদের পাশে দাঁড়াতে আমাদের আন্তরিক চেষ্টায় কোনও ত্রুটি থাকবে না।

উত্তরবঙ্গে প্রচুর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ক্লাব, ব্যবসায়িক সংস্থা এই অতিমারিতে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে। তারা এই গাঢ় অন্ধকারে আলোর প্রতীক। আমরা চেষ্টা করব, এসব উপকারী সংস্থাকে এক ছাতার তলায় আনতে। তাদের যাবতীয় কার্যকলাপ সবার কাছে পৌঁছে দিতে।

যে সকল স্বেচ্ছাসেবী, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, চিকিৎসাকর্মীদের সংগঠন বা ব্যক্তিবিশেষ এই করোনাকালে সহ-নাগরিকদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে চান, তাঁরা নিজেদের উত্তরবঙ্গ সংবাদের হেল্পলাইনে নথিভুক্ত করতে হোয়াটসঅ্যাপ করুন ৯৮০০৭৮৮৮৩৬

হেল্পলাইন নম্বর
9339686759
সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা ফোন, মেসেজ বা হোয়াটসঅ্যাপ করুন

উত্তরবঙ্গ সংবাদ সবসময় মানুষের পাশে, মানুষের সঙ্গে

গৌতমের হারের দায় নিলেন না কল্যাণী

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৩ মে : ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে বিদায়ি পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেবের হার রাজনৈতিক মহলকে অবাক করেছে। তাঁরা কোনওভাবেই এই হারের দায় নিতে চান না বলে সোমবার তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুড়ির সভাপতি কৃষ্ণকুমার কল্যাণী জানিয়ে দেওয়ায় সংশ্লিষ্ট মহল আরও অবাক হয়েছে।

জেলার সাতটি বিধানসভার মধ্যে তৃণমূল তিনটিতে জিতেছে, চারটিতে হেরেছে। এর মধ্যে তারা তিনটিতে হারের দায় নিতে রাজি। কিন্তু ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির হারের দায় নিতে কোনওভাবেই রাজি নয়। কেন? সোজাসাপটা কল্যাণী বলছেন, 'মন্ত্রীর সাংগঠনিক এলাকা এবং বিধানসভা কেন্দ্রে আমাদের জেলারই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নিজের এলাকা তিনি নিজেই দেখবেন বলে মন্ত্রী সবসময় আমাদের বলতেন। তিনি নিজেই সাংগঠনিক ব্লক গড়েছেন। জেলা সভাপতি হিসাবে আমি কখনই তাঁর এলাকায় ঢুকতে যাইনি। তাই তিনি কেন হেরেছেন তা তিনি নিজেই বলতে পারবেন।' জেলা সভাপতির মন্তব্যের বিষয়ে গৌতমবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তিনি শুধু বলেন, 'যা বলার শিলিগুড়িতে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলব।'

গত লোকসভা ভোটে তৃণমূল ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রে জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৮৬ হাজার ১১৭ ভোটে পিছিয়ে ছিল। এবারের বিধানসভা ভোটে এই কেন্দ্রের প্রার্থী তথা বিদায়ি পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব ২৭ হাজার ৫৯৩ ভোটে বিজেপির কাছে পরাজিত হয়েছেন। দল অবশ্য হিসাব করে দেখেছে, লোকসভা ভোটে হারের মার্জিন তৃণমূল এই কেন্দ্রে অনেকটাই কমিয়ে নিতে পেরেছে। এবারের বিধানসভা ভোটে তৃণমূল জলপাইগুড়ি সদর, মাল ও রাজগঞ্জে জিতলেও ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি ও নাগরাকাটায় হেরে গিয়েছে। কী কারণে এই তিন কেন্দ্রে হার, দল আপাতত সেই কারণ খুঁজে বের করতে ব্যস্ত। গত লোকসভা ভোটে তৃণমূল এই তিন কেন্দ্রেই বিজেপির তুলনায় পিছিয়ে ছিল। এবারের বিধানসভা ভোটে দল এই তিন কেন্দ্রে বিজেপির তুলনায় ৪,৩৫৫, ১১,৯১১ এবং ২৩,৪৭৫ ভোটে হেরেছে। দল এবারও এই তিনটি কেন্দ্রে হারলেও লোকসভার তুলনায় হারের মার্জিন অনেকটাই কমানো গিয়েছে বলে কৃষ্ণকুমার কল্যাণীর দাবি।

এরপর বারোর পাতায়

বিধানসভা ভোটের ফলাফল নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। –সংবাদচিত্র